বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
(মাটি ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং গণপ্রতিরক্ষার প্রতীক)
মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৪০,০০০ রাইফেলের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ৬৭০ জন আনসার সদস্য শাহাদাত বরণ করেন।
স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৪ সালে এই বাহিনী 'স্বাধীনতা পদক' অর্জন করে।
জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে সুদৃঢ় ভূমিকার মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এ বাহিনী 'জাতীয় পতাকা' অর্জন করে।
ভাষা শহীদ
আব্দুল জব্বার
প্রান্তিক শক্তি
আনসার-ভিডিপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও কল্যাণের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনসার-ভিডিপি কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে 'প্রান্তিক শক্তি' নামক এন্টারপ্রাইজের যাত্রা শুরু হয়েছে।
সুবৃহৎ বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬ মিলিয়ন সদস্যদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সুখী ডিজিটাল হেলথকেয়ার প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
এই সেবার মাধ্যমে বাহিনীর দুর্গম এলাকায় মোতায়েনকৃত সদস্যসহ বাড়িতে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যরাও এমবিবিএস ডাক্তার কনসালটেশন ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা ২৪/৭ পাচ্ছেন।
সঞ্জীবন
বাহিনীর নিজস্ব কল্যাণ পরিদপ্তরের উদ্যোগ হিসেবে 'সঞ্জীবন' প্রজেক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং স্বেচ্ছাসেবক ও দুর্দশাগ্রস্ত সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ।
প্রাথমিকভাবে দেশের ১১৬টি উপজেলায় একটি প্লাটুনের সদস্যদের জন্য এই জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হবে।
দেশের পার্বত্য, চর ও হাওর, বরেন্দ্র ও উপকূলীয় এই ৪ টি অঞ্চলে সঞ্জীবন প্রজেক্টের আওতাধীন প্লাটুন সদস্যদেরকে জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।
'সঞ্জীবন' কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ আনসার-ভিডিপি সদস্যদের কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।
ভাসানচর রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্বরত আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা।
রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প
সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার